ডিকেন্সের উপন্যাসে শিশু, কিশোর চরিত্র

প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত

চার্লস ডিকেন্স তাঁর উপন্যাসের গঠনে বারবার এক জটিল সামাজিক এবং নৈতিক আবর্ত বুনে দিতে চেষ্টা করে গেছেন এবং ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর ক্রমপরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়তো বুঝেছিলেন যে কিশোর অথবা শিশু মুখ্য চরিত্রের পক্ষে সেই জটিলতার কেন্দ্রবিন্দু হওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়। সেই কারণে ডিকেন্সের শিশু বা কিশোর নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার পরিবর্তে প্রায়শই দেখা যায় এক সোনালী সারল্য। ডিকেন্সের প্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস 'অলিভার টুইস্ট' (Oliver Twist); এই উপন্যাসে অলিভারকে কি আমরা 'নায়ক' অভিধায় ভূষিত করতে পারি? অলিভার যেন শুভত্বের প্রতীক — সে শুভত্বের মাপকাঠিতে আমরা সমাজের যথার্থ অবস্থান বিচার করার চেষ্টা করতে পারি? সমাজের নিষ্করুণ আইন এবং প্রথা অলিভার নিষ্পেষিত করে, কিন্তু তবুও তাকে কোন মালিন্য স্পর্শ করে না; এর ফলে অলিভার চরিত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা, সাহিত্যমূল্য এবং গ্রহণযোগ্যতায় এক জিজ্ঞাসার চিহ্ন এসে উপস্থিত হয়। অন্যান্য অপরাধিদের সাথে থাকা সত্ত্বেও অলিভার কোন অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে না। তার ভাষা অতি মার্জিত। তাই মনে হয় ভিক্টোরিয়া মধ্যবিত্ত পাঠককুলের সেন্টিমেন্টকে তোষণ করার জন্য যেন এমন এক অলিভারকে সৃষ্টি করেছেন ডিকেন্স। 'অলিভার টুইস্ট' উপনাসে ডিকেন্সের কোন চরিত্রেরই অন্তর্লীন জীবন বা সত্তার (inward self) উদঘাটন করেন নি।

'হার্ড টাইমস্' (Hard Times) কে যদি আমরা ডিকেন্সের ঔপন্যাসিক জীবনের এক ক্রান্তিকাল হিসেবে উল্লেখ করি, তাহলে এই উপন্যাসের সাথে আরও তিনটি উপন্যাসের প্রসঙ্গ আসে যেখানে ডিকেন্স তাঁর উপন্যাসের আখ্যানভাগে কিশোর অথবা শিশু চরিত্রকে (এক অথবা একাধিক) গুরুত্বপূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করেছেন। সে তিনটি উপন্যাস 'অলিভার টুইস্ট', 'গ্রেট এক্সপেকটেশন্স্' (Great Expertations) এবং 'ডেভিড কপারফিল্ড' (David Copperfild)। 'গ্রেট এক্সপেকটেশন্স্' উপন্যাসের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে শিশু এবং বালক পিপের (Pip) জীবন কাহিনী। পিপ এবং অলিভারের মধ্যে মিল এবং অমিল তাদের জীবন কাহিনীর আবর্তনেই প্রতিভাত। দুজনের জীবনেই আশঙ্কা, অনিশ্চয়তা এবং ভয়। কিন্তু পিপের মন অলিভারের থেকে অনেক বেশি সক্রিয়; পিপ কোন শুভত্বের প্রতীক নয়; পিপের মনের দ্বিধা এবং দ্বন্দ্ব পিপকে করেছে অনেক বেশী সাবলীল এবং বাস্তবানুগ অলিভারের মনস্তাত্ত্বিক রেখাচিত্র না পাওয়া গেলেও পিপের ভয়, ভালবাসা এবং ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে তার মন পরিণতির দিকে এগিয়েছে। পড়শীদের হাতে পিপের অকারণ হেনস্থা এবং নিজের দিদির কাছে নিদারুণ অবহেলা, আবার অন্যদিকে মিঃ জোর (Joe) পিপের প্রতি অকারণ ভালবাসা অজান্তেই পরিণত করে তুলেছে। ম্যাগউইচকে (magwritch) পিপ সাহায্য করেছিল পায়ের শৃঙ্খল কেটে ফেলার যন্ত্র এনে দিয়ে। এই সত্য গোপন করার মানসিক চাপ, পিপের মনে এনে দিয়েছে এক গোপন পাপবোধ। অন্য দিকে এস্টেলার প্রতি পিপের আকর্ষণকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে কি ব্যাখ্যা করা সম্ভব? এস্টেলা (Estella) সুন্দরী এবং তার প্রতি পিপের আকর্ষণ কি যৌন আকর্ষণ ছাড়া অন্য কিছু? এস্টেলার প্রতি পিপের আকর্ষকে রোমান্টিক বিলাস বলা কি যথার্থ? হয়তো রোমান্টিকতা সব বয়সীরই অবচেতনে অবস্থান করে, কিন্তু অল্পবয়সী পিপের দুর্নিবার প্রেমাকুতিকে অবদমিত যৌন আবেগ ছাড়া বোধহয় অন্যকিছু বলা যায় না, যদিও ডিকেন্স এই প্রেমকে আদর্শ ভালবাসা (ideal ove) হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এই কিশোর প্রেমের আবেশ পিপের মনে থেকে গেছে সারা জীবন। অথবা মাতৃহীন পিপ এই 'প্রেম'কে কি মনের অবচেতনে অপ্রাপ্ত মাতৃস্নেহের পরিপূরক হিসেবে কামনা করে? হয়তো একই কারণে বিডির (Biddy) সান্নিধ্যে পিপ খুঁজে ছিল এক আশ্রয়।

এস্টেলার চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা প্রায় অসম্ভব। তার ঔদ্ধত্য, রূঢ়তা এবং নিষ্ঠুরতার বাস্তবসম্মত কারণ উদঘাটন করা সত্যই কঠিন। ম্যাগউইচ এবং মলির (Molly) মেয়ে হিসেবে তার রক্তের মধ্যে অপরাধের বীজ প্রবাহিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু এস্টোলার মধ্যে শুধুই মলির নিষ্ঠুরতা, ম্যাগউইচের কৃতজ্ঞতাবোধ এবং কারুণ্যের কোন লেশমাত্র নেই? হ্যাভিশ্যামের (havisham) হাতিয়ার হিসেবে সারা বালিকাবেলায় সে ব্যবহৃত সে হ্যাভিশ্যামের স্নায়বিক বিকৃতির শিকার। অলিভার, পিপ এবং এস্টেলা — এই তিনজনই পরিবেশ এবং পরিস্থিতির শিকার; কিন্তু পার্থক্য এই যে অলিভার যেন পূর্বনির্ধারিত ভাবেই একজন 'Saint' চরিত্র, সমাজের অবিচার এবং ভাগ্যের বিড়ম্বনা অলিভারের অন্তর্লীন 'শুভত্ব' কে প্রভাবিত করে না। অন্যদিকে 'পিপে'র সমস্ত অপ্রাপ্তি, হতাশা, আশা এবং যন্ত্রণা মনস্তাত্ত্বিক জগত আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং বালকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়।

ডিকেন্সের অসাধারণ গল্প কথনের ক্ষমতা, সমাজ এবং জীবনের বাস্তবানুগ চিত্রণ এবং ঘটনার অনুপুঙ্খ বিবরণের মাধ্যমে 'অলিভার টুইস্ট' উপন্যাস পাঠকদের কাছে বিশ্বাসযোগ্য এবং উপভোগ্য হয়ে উঠলেও অলিভারের দুর্ভেদ্য নিষ্কলুষতা একান্তভাবেই বাস্তবতা বিরোধী। উপন্যাসের চতুর্বিংশতি অধ্যায়ে এটি উল্লিখিত যে "Cares, sorrow, hungerings of the world chandge faces as they change hearts"; তাই ফ্যাগিনের বিশ্বাস যে অলিভারের শুভত্ববোধের প্রাচীর ভেঙে তার আত্মাকেও বিষাক্ত করা সম্ভব। কিন্তু ফ্যাগিনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পরিবেশ প্রতিকূল এবং বংশগতি শুভত্বের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও অলিভারের দ্বিধাহীন 'ভালত্ব'কে কোন যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। অলিভারের মাধ্যমে ডিকেন্স নিষ্কলুষ শৈশবের স্বপ্নের পুনরুজ্জীবন ঘটাবার চেষ্টা করেছেন — সে এমন এক শৈশব যখন ঘাস সবুজ থেকে সবুজতর, আকাশ মেঘমুক্ত এবং জগত আলোকিত। অলিভার-এর মাধ্যমে ডিকেন্স এক আদর্শ শৈশবের স্বপ্ন দেখেছেন; তাই শত অপরাধ, কলুষতা আর স্বার্থপরতা অলিভারকে স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু বাস্তব জগতে থেকেও অলিভার এক রূপকতার চরিত্রই থেকে যায়, পিপের মত জীবন্ত হতে পারে না।

'নিকোলাস নিক্‌ল্‌বি' (Nicholas Nickleby) উপন্যাসেও ডিকেন্স সমাজের সুখকে সামনে এনেছেন। যেমনটি এসেছে পূর্বোক্ত দুটি উপন্যাসে; নিকোলাসও অলিভার এবং পিপ-এর মত পরিবেশ, অবস্থা এবং প্রতিকূলতার শিকার। অলিভার ফ্যাগিনের অধ্যাচারের শিকার, পিপ নিজের বড় দিদির উদাসীনতা এবং মিস্ হ্যাভিশ্যাম ও এস্টেলার কাছে পাওয়া মানসিক

যন্ত্রণার শিকার এবং নিকোলাস স্কুইয়ারস্ (Squeers) এর দানবীর শিশু অত্যাচারের সাক্ষী। অলিভার সমগ্র উপন্যাস জুড়ে শৈশবে সমাসীন থাকলেও, 'গ্রেট এক্সপেক্টেশন্স্' উপন্যাসে 'পিপ' এর শৈশবকাল উপন্যাসের প্রথমার্ধে, পরবর্তী অর্ধে পিপ এক তরুণ যুবক। সে অর্থে নিকোলাসকে আমরা শিশু বলতে পারি না। সে এক কিশোর, বয়ঃসন্ধির উপান্তে দাঁড়ান এক কিশোর। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে নিকোলাস তার সক্রিয় মস্তিষ্কের পরিচয় দেয় — যেমন স্কুইয়ারর্সদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার সাহস, র‍্যালফের (Ralph) শীতল স্বার্থপরতা অনুধাবন, কেট ও মা'র প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি ম্যাডেলাইন ব্রে'র (Madelice Bray) প্রতি তার নবজাগ্রত প্রেম। বিভিন্ন পর্যায়ে আমরা নিকোলাসের মধ্য বয়ঃসন্ধির যন্ত্র (adolescent angst) উপলব্ধি করি। কিন্তু হয়তো বা মনস্তাত্বিক দিক থেকে আমরা স্মাইককে (Smike) নিকোলাসের চেয়েও অনেক বেশি সক্রিয় মনে চরিত্র বলে বলতে পারি!

নিকোলাস পরিবারের সাথে নিজেও ভাগ্যবিপর্যয়ের শিকার হলেও বাবা, মা অথবা পরিবারের অন্যদের স্নেহভালবাসা থেকে সে কখনই বঞ্চিত হয়নি। কিন্তু স্মাইকের শৈশব কেটেছে বঞ্চনা আর অত্যাচারের মাঝে; যেখানে ভালবাসার কোন কণা ডোটেনি তার ভাগ্যে। শারীরিক অসুস্থতার (যক্ষ্মা) সাথে এক মানসিক অসুস্থতার শিকার হয়েছে স্মাইক যার একমাত্র কারণ স্মাইকের স্নেহহীন শৈশব। নিকোলাসের আপন পরিবারের সাথে বন্ধন, তাকে নিজের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার সাহস জুগিয়েছে; কিন্তু স্মাইকের মধ্যে একধরনের 'identiya crisis' (আত্মপরিচয়ের সংকট) তাতে ধ্বস্ত করেছে; লড়াই করে প্রতিকূল ভাগ্যকে পরাস্ত করে উত্তরণের কোন ইচ্ছাই জাগে না তার মনে। নিকোলাসের বোন কেটের প্রতি স্মাইকের অনুরাগ, তার নিজের মনেই এনেছে আত্মধিক্কার কারণ আবেগ প্রকাশ করার মানসিক দৃঢ়তা নেই স্মাইকের। অবশেষে যখন ফ্রাঙ্ক চেরিব্ল্ (Frnk Cheerybel) স্মাইক তখন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

অলিভার, নিকোলাস, স্মাইক এবং পিপি— এই চারজন বালক এবং কিশোর চরিত্রের মধ্যে পিপের চরিত্রে আলোছায়ার পরিমাপ বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। ডিকেন্সের অনেক উপন্যাসেই বিষয়বস্তু এবং আখ্যান ভাগের সাথে জড়িয়ে আছে 'অপরাধ', 'অপরাধ বোধ এই 'অপরাধী' — তিনমাত্র। পিপের মনস্তত্বে আছে এক অদ্ভুত অপরাধবোধের ছায়া। পিপের মধ্যে কোন অপরাধ প্রবণতা নেই, প্রকৃত প্রস্তাবে কোন অপরাধের সঙ্গে সে সংযুক্ত ছিল এমনটা ও নয়। ম্যাগউইচের পা'য়ের বেড়ি খোলবার জন্য যে করাত পিপ 'জো'র (Joe) কর্মশালা থেকে এনে দিয়েছিল ম্যাগউইচকে, অবহেলায় পড়ে থাকা সেই করাতের আঘাতেই অরলিক (Qrlick) পিপ-এর দিদির জীবনের উপর চরম আঘাত হেনেছিল। পিপ-এর অবচেতনে অনিচ্ছাকৃত অপরাধের গ্লানি থেকে গিয়েছিল বারবার। পিপ নিজেকে অপরাধী ভেবে গেছে কারণ বিকৃত অরলিকের হাতে আঘাত হানার অস্ত্র এসেছিল অজান্তে পিপের মাধ্যমে। এই অপরাধ বোধের আগুনে বালক পিপ ক্রমান্বয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে মানসিকভাবে। স্মাইকের মধ্যে আত্মপরিচয়ের সংকট-এর সথে পিপ-এর অপরাধবোধের যন্ত্রণার হয়তো মিল খোঁজা যেতে পারে; এরা দুজনেই পরিস্থিতির শিকার।

লিট্ল্ ডোরিট (Little Dorrit) উপন্যাসের শিশু/ হাসিতা টকিচ্ক অ্যামি (Amy) অলিভারের মতই এক প্রতীকধর্মী চরিত্র (emblematic character); অ্যামি যেন শুধুমাত্র শুভত্বের প্রতীক। জন্ম তার কারাগারে, প্রতিবেশী তার (তাদের) অন্যান্য কয়েদিরা, অ্যামি যে সমস্ত ক্লেদের ঊর্দ্ধে এক ক্লেদজ কুসুম; তার চরিত্রের গঠন রূপকথাধর্মী। উপন্যাসের পঠনও একইরকম। সব দুঃখের শেষে সূর্য হেসে ওঠে। ঠিক যেমন ঘটে অলিভারের জীবনে। অন্যান্য উপন্যাসের মতন এই উপন্যাসেও ক্লেদময় সমাজের ছবি এঁকেছেন ডিকেন্স। এ যেন এক নির্বোধ, অদক্ষ এবং চেতনাহীন সমাজ। তারই মাঝে সান্ত্বনা এবং স্বস্তির প্রতীক অ্যামি। ঘুণধরা সরকারী শাসন ব্যবস্থা মনুষ্যত্বকে বিনষ্ট করে এবং শিশুদের অবদমিত করে। জেলবাসী মিঃ ডোরিট যেন মিঃ মিকাবো'র (Micawber) ভিন্নতর সংস্করণ— এই দুই চরিত্রের মধ্যেই ডিকেন্সের পিতার ছায়া সহজেই অনুধাবন করা যায়। ডিকেন্সের অনেক উপন্যাসের মতই এই উপন্যাসেও স্রষ্টার আত্মজীবনের প্রলম্বিত ছায়া মনে পড়ে; মি ডোরিট, অ্যামি এবং ডোরিট পরিবারের সদস্যদের মত চার্লসের পিতাকে কারাগারে যেতে হয়েছিল ঋণগ্রস্ত হবার কারণে। চার্লস্কে পাঠান হয়েছিল এক ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকের কাজ করার জন্য। শিশুদের, নিরপরাধদের হেনস্থা করার অপরধে অপরাধী যে সমাজ, সে সমাজ এক কারাগারেরই নামান্তর। জর্জ বার্নাড শ সর্বপ্রথম এই উপন্যাসের এক ভিন্নতর মূল্যায়নে দেখালেন ডিকেন্সের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পচনশীল সমাজের, মূল্যবোধহীন ভিক্টোরিয় জনতার মুখোশ খুলে দেওয়া এবং প্রকৃত সত্যকে আড়াল থেকে প্রকাশ্যে নিয়ে আসা। হয়তো তাই; কিন্তু মনে হয় যেন অ্যামি, চরিত্রের উপর ডিকেন্স সুবিচার করেন নি। অ্যামিকে কি ডিকেন্স এক আদর্শ নারী (ভিক্টোরিয় মূল্যবোধ অনুযায়ী) হিসেবে দেখতে চেয়েছেন? কোন কষ্ট, কোন অপমান অ্যামির মনে সামান্যতম রেখাপাত করে না। শারীরিকভাবেই যেন অ্যামির বয়স বাড়ে না। অ্যামির বয়স তখনই বাইশ বছর, তবুও তার শরীরের কোন বাড় নেই। এক বারবণিতা অ্যামি ছোট্ট মেয়েটি ভেবে, তার কাছে সৌভাগ্যের আশায় এক চুম্বন ভিক্ষা করে। প্রাপ্তবয়স্ক অ্যামিকে ডিকেন্স প্রাপ্ত বয়স্কের শরীর দিলেন না। ছোট্ট অ্যামির যেন কোন বিবর্তন ঘটাতে চাইলেন না ঔপন্যাসিক।

জেলখানায় বসে উইলিয়ম ডোরিট তার পরিবারের সদস্যদের এবং বন্ধুদের অপ্রত্যক্ষভাবে শোষণ করে; এই শোষণের চূড়ান্ত শিকার অ্যামি। কারণ অ্যামি অন্যদের জনস্বার্থ ও সুখ বিসর্জনে সদা প্রস্তুত। কিন্তু অ্যামি কোন সন্ন্যাসিনী নয়, এমন কি সে প্রেম বিমুখও নয়। উপন্যাসের শেষে আমি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। তাহলে? অ্যামির মধ্যে কি এক masochist (আত্মপীড়নকারী) দেখতে পাই আমরা? হয়তো বা অবচেতন মনে এমন ছবিই অ্যামি চরিত্রের চিত্রণে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। বর্তমান প্রবন্ধে ডিকেন্সের দুটি উপন্যাসের শিশু ও কিশোর চরিত্র নিয়ে ব্যাপকতর আলোচনা করা যেতে পারে উপন্যাস দুটি 'ডেভিড চিত্রণে ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক। বর্তমান প্রবন্থে ডিকেন্সের দুটি উপন্যাসের শিশু ও কিশোর চরিত্র নিয়ে ব্যাপকতর আলোচনা করা যেতে পারে উপন্যাস দুটি 'ডেভিড কপারফিল্ড' (David Copperfield) এবং 'হার্ড টাইমস্' (Hard Times) এবং যেহেতু এই প্রবন্ধে উপন্যাস রচনাকাল তা প্রকাশের ক্রম ধরে আলোচনা করা হচ্ছে না, সেজন্য 'হার্ড টাইমস্' উপন্যাসের শিশু — কিশোর চরিত্রাবলীর আলোচনা অপর উপন্যাসটির পূর্বে করা যেতে পারে।

'হার্ড টাইমস্' ডিকোন্সের পরিণত রচনা এবং শিশু/কিশোর চরিত্র চিত্রণে ডিকেন্সের রচনা এবং শিশু/ কিশোর চরিত্র চিত্রণে ডিকেন্স যে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন, তা অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে অনেক বেশী বিশ্বাস্য ও গ্রহণযোগ্য।

গ্র্যাডগ্রাইন্ডের স্কুলে 'কল্পনা' বা 'কবিতা'র কোন স্থান নেই। এখানে কচিকাঁচাদের শেখান হয় ''In this life, we want nothing but facts.'' এই 'ঘটনা' বা 'facts' অথবা সত্য অর্থাৎ ২+২=৪ (এই সত্য ছাড়া অন্য কোন সত্য নেই বা থাকতে পারে না) সুকুমারমতি, স্বাভাবিকভাবে কল্পনা প্রবণ শিশু/ কিশোরদের মনে কেমন প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করতে পারে-তার পরিচয় দিয়েছেন ডিকেন্স। শিশুদের বোঝান হচ্ছে দেওয়াল ঢাকার কাগজে ঘোড়ার ছবি থাকা অথবা মেঝেতে পাতা কার্পেটে ফুলের ছবি থাকা একান্তই অবাস্তব নির্বুদ্ধিতা (ঘোড়া দেওয়াল বারবার ছুটতে পারে না, ফুলকে দলিত করা অযৌক্তিক) গ্রাডগ্রাউন্ড তার নিজের পাঁচ সন্তানকে এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে 'প্রয়োজনীয়' ব 'ফলিত' শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। স্বাভাবিক বিকাশের স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা করলে 'মন' তার স্বাভাবিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে; মন হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক, কিংবা বিকৃত, চৌদ্দবছরের লুসা (Louisa) এবং তের বছরের টমাস (Thomas) তথাকথিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা একঘেয়েমি চাপ থেকে মুক্তি পাবার আশায় নির্মল আনন্দের খোঁজে যখন সার্কাসের তাঁবুর আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে তখন দুই নির্মল কিশোর কিশোরীর মর্মবেদনার চিত্রই ফুটে ওঠে। পিতার কঠোরতা এবং ভ্রান্ত শিক্ষানীতি টমাস ও লুসা দুজনকেই এমন এক মানসিক সংকটের মাঝে ফেলে দেয় যে দুজনেই তাদের স্বাভাবিক প্রবণতা অনুযায়ী বেড়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে এক অদ্ভুত বিকৃত ভবিষ্যতের পথে পা বাড়ায়। টম ও লুসা দুজনেই অসুখী ছোটবেলার পথে হেঁটে 'উদ্দেশ্যহীন' ভবিষ্যতে উপনীত হয়। দুজনের মনে কল্পনা কিংবা আবেগের উৎস রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই লুসা ভোগে সিদ্ধান্তহীনতায়। যখন তার বাবা কিশোরী কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন বাউন্ডারবিকে (Bounderby) লুসা স্বামী হিসাবে গ্রহণীয় মনে করে কিনা, লুসা বাবাকে উত্তর দেয় ''What do I know, father, of tastes and fancies, of aspirations and affections? The baby-preference that even I have heard of as common among many childern, has never haf its innocent resting place in my breast. You have been so carefull of me that I never had a child's heart. You have trained me so well that I never dreamt a child's dream...I never had a child's belief or a child's fear.'' এই তিক্ততা পূর্ণ ভাষণে এক শৈশব হারানো কিশোরীর রক্তাক্ত হৃদয়ের ছবিই ফুটে ওঠে। লুসার সাথে আমরা বিট্‌জারের (Bitzer) তুলনা করতে পারি। বিট্‌জার ছিল গ্রাডগ্রাউন্ডের 'আদর্শ' স্কুলের 'আদর্শ' ছাত্র। তাঁর 'ফলিত' শিক্ষায় শিক্ষিত বিট্‌জার মন থেকে সব আবেগ এবং সেন্টিমেন্ট বিসর্জন দিয়েছিল। এমন কি তার জীবনে যে কোন বিনোদনের প্রয়োজনীয়তাই নেই, কারণ বিনোদন মানেই অনাবশ্যক খরচ। বিট্‌জারের প্রযোজন শুধু আবেগহীন 'হিসাব', অঙ্ক কষে পদক্ষেপ করা। লুসার মানসিক যন্ত্রণা প্রমাণ করে যে সে এখনও একজন স্বাভাবিক মানুষ, কিন্তু বিট্‌জারের হৃদয়হীনতা, আবেগহীনতা চূড়ান্ত ভাবেই অস্বাভাবিক। তাই বিট্‌জারের মনেও স্বাভাবিক আবেগ, কল্পনা ইত্যাদি কোন এক সময় ছিল, কিন্তু ক্রমাগত কৃত্রিমভাবে তাদের অবদমন, তাকে এক 'দৈত্য' বানিয়েছে, সে কিনা নিজের মা'য়ের প্রতিই আবেগহীন এবং নিষ্করুণ।

এই উপন্যাসের আর এক কিশোরী হস সিসিলিয়া বা সিসি (Cecilia অথবা Sissy) যে গ্রাডগ্রাউন্ডের স্কুলের এক অযোগ্য, অপদার্থ ছাত্রী। যা কিছু প্রয়োজনীয়, সেইটুকুই ভাল —এই শিক্ষা গ্রহণ করেনি সিসি। কিন্তু সিসি জীবনের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেছে। বই না পড়েও তার কিশোরী মন অনুভব করে মানুষকে ভালবাসার কি অপরিসীম মূল্য। লুসা যখন বাউন্ডারবিকে বিবাহ করতে রাজি হয়, তখন সিসি আপন হৃদয়ে এক অদ্ভুত দুঃখবোধ, বিস্ময় এবং করুণা অনুভব করে। ডিকেন্স সেই অনুভূতির বর্ণনা করেছেন ''Sissy had suddenly turned her head and looked in wonder, in pity, in sorrow, in doubt, in a multiude of emotions, towards Lunisa.'' এই Doubt (সন্দেহ) কথাটি খুবই প্রণিধানযোগ্য; 'doubt' কথার অর্থ এখানে বিভ্রান্তি হিসাবে ধরতে হবে। অর্থাৎ কিশোরী সিসি অন্য এক কিশোরীর মনের আশা আকাঙ্খা, চাওয়া পাওয়ার জোয়ার ভাটার কথা অনুভব করতে পারে। তার নিজের জীবনে প্রেম না এলেও, প্রেমের খবরের ঠিকানা তার জানা আছে। প্রৌঢ় বাউন্ডারবি এবং কিশোরী লুসার মিলন যে এক অসম অথবা বিষম মিলন— সে কথা বুঝতে কিশোরী সিসির অসুবিধা হয় না।

ডিকেন্স ব্যবহৃত বাক্য বন্ধ 'multitude of emotions' ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। অজস্র আবেগের ঝড় সিসির প্রসারতার কথা বলে, বিভিন্ন আবেগের বন্যায় ভেসে ওঠা এক মানবিক হৃদয়ের কথা। কি ধরনের বিচিত্র আবেগ সিসির মনে খেলা করে তার বিবরণ ডিকেন্স দেননি। কিন্তু পাঠকের মনে জিজ্ঞাসার উদয় হতেই পারে। Text-এর বাইরে গিয়ে সিসিকে নিয়ে কে subtext তৈরী করে আমরা ভাবতে পারি হয়ত সিসিও ব্যক্তিগত ভালবাসার কথা ভাবত; কোন এক যুবকের ভালবাসার কথা ! তা না হলে বয়স্ক বাউন্ডারবির সাথে লুসার পরিণয়ের সম্ভাব্যতা সিসিকে এমনভাবে 'বিভ্রান্ত' করল কেন ? কিশোরী মন কি চায়, নিজের মন দিয়েই সিসি তা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। সিসির সম্পর্কে অনেক কিছু না বলা রেখেও অনেক কিছুই দিলেন ডিকেন্স।

'Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!'

এই শিশু ভোলানো ছড়াটি শেখানো হয়নি গ্র্যাডগ্রাউন্ডের কোন সন্তানকে। এই ছড়া তাদের শিখতে দেওয়া হয়নি কারণ 'wonder' অথবা অবাক হওয়ার ব্যাপারটি গ্র্যাডগ্রাইন্ডের অভিধানে নেই। জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী তারারা তো মিট মিট (twinkle) করে না; তারা ছোটও (little) নয়; সুতরাং তারা দেখে অবাক হওয়া তো অজ্ঞ মানুষের কাজ। এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠা টমাস স্বাভাবিক কারণেই স্বার্থপর ও মিথ্যাবাদী। বাউন্ডারবি'র সাথে তার দিদির বিবাহের একনিষ্ঠ সমর্থক সে। সে দিদির ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা ভাবে না, সে শুধু নিজের স্বার্থের কথা ভাবে। গ্রাডগ্রাউন্ডের শিক্ষা টমকে এক স্বার্থপর হৃদয়হীন হিসেবে গড়ে তুলেছে। বিট্‌জার ও টম —এই দুজনেই প্রতীকধর্মী চরিত্র; এরা দুজনেই গ্র্যাডগ্রাউন্ডের 'utilitarian' দর্শন এবং laissez Faire তত্ত্বের তাত্ত্বিতার শিকার; সক্রিয় মনের নাগাল পায় না এরা। মনের জানালা খোলা রাখতে শেখে নি কিশোরবেলা থেকেই। সমাজ এদের বন্ধ জলাশয় বানিয়ে ছেড়েছে। বিটজার আর টমের মনে টানাপোড়েন নেই কারণ এদের মন শুধু একপথেই হাঁটে — আত্মসুখের

পথ। সুখ যে স্বার্থপরতার হাত ধরে আসে না, সেটা টম হয়তো বুঝতে পারে বিটজারের বিশ্বাসঘাতকতার পর। কিন্তু সে তো অনেক পরের কথা; উপন্যাসের শেষে গ্র্যাডগ্রাউন্ডও তো তার সারা জীবন ধরে অনুসরণ করে আসা তত্ত্বের অসারতার কথা বুঝতে পারে! কিশোর চরিত্র হিসেবে লুসা বা সিসি যতখানি সক্রিয় মনের, বিট্‌জার বা টম তেমনটি নয়।

ডেভিড কপারফিল্ড (David Copperfield) উপন্যাসেও অজস্র কিশোর চরিত্রের মেলা। এখানেও, মুখ্যচরিত্র ডেভিডের শৈশব, বাল্য, কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত বেড়ে ওঠার ইতিবৃত্ত। তার পাশে আরও এক গুচ্ছ কিশোর কিশোরী — হ্যাম (Ham) স্টিয়ারফোর্থ (Steerforth) এমিলি (Emily) ডোরা (Dora), অ্যাগনেস (Agnes), ইউরিয়া (Uriah), এবং আরও অনেকে।

পিপ-এর মত ডেভিডও জীবনযুদ্ধে সামিল। এ যেন শুধু বড় হবার লড়াই নয়, নিজের অস্তিত্ব এবং আত্মপরিচয় খুঁজে পাবার লড়াই। ডেভিডের জন্মই প্রতিকূল পরিবেশে। পিতৃহীন শিশুর জন্ম দিলেন এক অসহায় মা। মানসিকভাবে নিতান্তই অপরিণত, জীবন ও জগত সম্পর্কে অজ্ঞ এক'মা। এমন এক পিতৃহীন শিশু/ বালকের জীবনকাহিনী যে ক্রমাগত, মনের অবচেতনায়, পিতৃস্নেহ পায়নি অতৃপ্ত বালক যার অতৃপ্তি হয়তো বর্ধিত হয়েছে মিঃ পেগটি (Mr. Peggothy) কে দেখে, তাঁর পরিবারের প্রতি মিঃ পেগটির সস্নেহ ছত্রছায়া দেখে। কিন্তু পেগটি পরিবারের সাথে নিজের অবস্থানের পার্থক্য হয়তো ডেভিড নিজের অজান্তেই অনুভব করে; মিঃ পেগটিকে পিতার পরিপূরক হিসেবে ডেভিড ভাবতে পারে না। হয়তো ডেভিড স্টিয়ারফোর্থের কাছাকাছি চলে এসেছিল, কারণ এই প্রথম যে একজনের দেখা পেল যে তাকে সালেম হাউসের (Salem House) নিষ্ঠুর মিঃ ক্রিকল্-এর অত্যাচার থেকে কিছুটা সুরক্ষা দিয়েছিল; তাই হয়তো ডেভিড স্টিয়ারফোর্থের মধ্যেও কিয়দংশে, 'পিতৃমূর্তি' বা 'Father figure' খোঁজার চেষ্টা করেছিল। মিঃ মিকাবর (Micawber) ডেভিডকে স্নেহ দিলেও সুরক্ষা দিতে পারেন নি, যে সুরক্ষা সে অবশেষে পেয়েছিল Aunt Betsy -র কাছে।

ডিকেন্স ডেভিডের জীবনকে এক মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করেছেন। একজন শিশুর আত্মসচেতনা থাকে না। সে প্রাপ্তবয়স্কদের জগতকে, তাদের কার্যকলাপকে অনুধাবন করতে পারে না; এই না পারা তার মনে এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। এই বিভ্রান্তি দুই ধরনের অনুভূতির সাথে সংযুক্ত— প্রাপ্তবয়স্কদের দমন এবং পীড়ন সঞ্জাত হতাশা এবং প্রাপ্তবয়স্কদের জগতের অজানা গলিতে প্রবেশ করার ইচ্ছা। মিঃ মার্ডস্টোনের নিষ্ঠুরতার সাথে সাথে আরও একটি ব্যাপার আলোচনার অপেক্ষা রাখে; ডেভিডের মার্ডস্টোনের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা। ডেভিডের স্বপ্নের শৈশবের পরিসমাপ্তি ঘটে মিঃ মার্ডস্টোনের সাথে ডেভিডের মা'র বিবাহের পর। একদিন মা'র প্রতি অপরিসীম ভালবাসা ও মুগ্ধতা আর অন্যদিকে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' হিসেবে মার্ডস্টোনের আগমন শিশু ডেভিডের মনে এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এ যেন এক 'ইদিপাস সমস্যা' (Oedipus complex); যে সমস্যা যে কোন শিশুর মনস্তাত্ত্বিক বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিতৃহীন ডেভিড মা এবং পেগটির উপর তার সব শিশু সুলভ আবেশ উজাড় করে দিয়েছিল। এমন অবস্থায় মার্ডস্টোনের সাথে নিজের কোন সম্পর্ক গড়ে তোলা বোধ হয়, মানসিকভাবে ডেভিডের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ডেভিডের মায়ের মৃত্যু ডেভিডের অবচেতন মনে এক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল; পরবর্তিকালে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অবচেতন মনের 'মাতৃসচেতনতা' (mother's gaze) ডেভিডের জীবনে বারবার জটিলতার সৃষ্টি করে। এছাড়া পেগাটির সাথে বার্কিসের (Barkis) বিবাহও শিশু ডেভিডের মনে এক শূন্যতার সৃষ্টি করল; পেগটি ছিল ডেভিডের 'দ্বিতীয় মা'; পিতৃহীন শিশুর উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার 'মাতৃহারা' হওয়া হয়তো বা এক অর্থে তার আবেগের জগতে এক সীমাহীন ক্ষতির কারণ হয়ে থাকল।

ডোরা স্পেনলোর (Dora Spenlow) মধ্যে ডেভিডের অবচেতন মন কি তার মায়ের ছবি দেখেছিল? ডোরা শান্ত, সুন্দরী, অবুঝ এবং হয়তো একটু বোকা — অনেকটা যেন ক্লারা কপারফিল্ডের প্রতিচ্ছবি। বিবাহের পর ডেভিড উপলব্ধি করল, বিবাহের সিদ্ধান্ত হয়তো হঠকারী ছিল; ডেভিডের স্ত্রী হিসাবে যে দায়িত্ববোধের প্রয়োজন চিল, সে দায়িত্ববোধের লেশ মাত্র ছিল না ডোরার মধ্যে। ডোরার কাছে দাম্পত্যজীবন ছিল অনেকটা পুতুল খেলার খেলাঘরের মত। ক্লারার পুতুল কমনীয়তা, নিষ্পাপ দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অদ্ভুত ছেলেমানুষি সৌন্দর্য হয়তো শিশু ডেভিডের মনে এক চিরস্থায়ী মুগ্ধতার ছবি এঁকে দিয়েছে। ডোরা স্পেনলোর ছবির সাথে সেই ছবির সাযুজ্যই কি ডেভিডের ডোরার প্রতি আকর্ষণের কারণ? মনে প্রশ্ন আসছে ডেভিডের মনে অ্যাগনেস-এর (Agnes) প্রতি কেন কোন 'ভালবাসা' জন্মায়নি। একই বাড়িতে বসবাস করা সত্ত্বেও ডেভিডের অ্যাগনেসের প্রতি কোন রোমান্টিক অনুভূতি জন্মায় নি। অ্যাগনেস কে সে শ্রদ্ধা করেছে, বিশ্বাস করেছে এবং তার উপর নির্ভর করেছে। কিন্তু তাকে জীবনসঙ্গিনী করার কথা কখনই ভাবেনি। সে অ্যাগনেসকে জিজ্ঞাসা করেছে অ্যাগনেস-এর কোন ভালবাসার মানুষ আছে কিনা। বন্ধুত্ব এবং ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া অন্যকোন আবেগই সে অনুভব করেনি অ্যাগনেসের প্রতি। অ্যাগনেসের অন্তরের ঐশ্বর্য, তার বাবার প্রতি অদ্ভুত আনুগত্য, তার স্বাভাবিক সততা —এসবই হয়তো সত্য, কিন্তু সেজন্য অ্যাগনেসকে "Legless angel" বলা যুক্তিযুক্ত নয়। অ্যাগনেস এক স্বাভাবিক মেয়ে। ডেভিডের প্রতি তার অনুরাগ সে উপলব্ধি করেছিল কিশোরীবেলা থেকেই। ছোটবেলা থেকে মাতৃহারা অ্যাগনেস বেড়ে উঠেছে একান্তভাবেই পিতৃস্নেহের ছায়ায়; মনের কথা ইঙ্গিতে প্রকাশ করার কৌশলও তার অজানা ছিল। কিন্তু সেজন্য তাকে আবেগহীন, বয়সোচিত ভালবাসাহীন শুধুই শুভত্বের প্রতীক ভাবার দরকার নেই। ডেভিড তাকে 'sister - angel' ভেবে এসেছে শিশুকাল থেকেই, কিন্তু অ্যাগনেস হয়তো বালিকাবেলা থেকে তার নিজের মত করে ডেভিডকে কামনা করে এসেছে।

হ্যাম (Hum), স্টিয়ারফোর্থ (Steerforth) এবং এমিলি (Emily/Emly) পরস্পরের থেকে আলাদা কিন্তু তবুও যেন এক অদৃশ্য বন্ধনে পরস্পর আবদ্ধ। হ্যাম এক শক্তিমান পরিশ্রমী কিশোর, হয়তো অস্তিত্বের ক্ষিপ্রতা নেই, কিন্তু সে আবেগহীন নয়। হ্যামের সাথে এমিলির বিবাহ স্থির হয়ে আছে; কিন্তু স্টিয়ারফোর্থ মনে করে "Chuckle-headed" হ্যাম এমিলির যোগ্য নয়। শহরের অভিজাত স্টেয়ারফোর্থ এমিলির মনে মোহ বিস্তার করে। এমিলি চলে যায় তার শহুরে প্রেমাস্পদের সাথে। হৃদয় ভেঙে যায় হ্যামের ("Brokenhearted") কিন্তু তবুও সে এমিলিকে দোষারোপ করবে না, তবুও সে এমিলিকে ভালবেসে যাবে। 'ভাল' এবং 'মন্দ' এর ধারণায় ডিকেন্স অবশ্যই ভিক্টোরিয় রীতিতে অবিচল; হ্যামকে তিনি একজন সম্পূর্ণ 'ভাল' মানুষ

হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, হয়তো বলতে চেয়েছেন 'মস্তিষ্ক' সুগঠিত না হলেও হৃদয়ের মহত্বের তাতে কিছু যায় আসে না। ডিকেন্সের এমন 'সাদা' 'কাল' বিভাজন হয়তো চরিত্র চিত্রণের দুর্বলতা হিসেবেই ধরা হবে। কিন্তু এমলির ভালবাসা হারানোর বেদনার মাধ্যমে হ্যাম এক বাস্তব জীবন্ত কিশোর/যুবক হিসেবেই পাঠকুলের কাছে প্রতিভাত হবে।

এমিলির চরিত্রগঠনে ডিকেন্স সহজ 'সাদা' 'কাল' বিভাজনের বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নি। স্টিয়ারফোর্থের প্রতি এমিলির আকর্ষণের কারণ কি শুধুই শহুরে চাকচিক্য, আকর্ষণীয় চেহারা এবং স্টিয়ারফোর্থের বৈভব? এমিলি অবশ্যই স্টিয়ারফোর্থের প্রতি কোন গভীর ভালবাসা অনুভব করেনি। তাহলে সে এমন একটা ঝুঁকি নিল কেন? শৈশবে পিতৃহীন হবার যে নিরাপত্তাহীনতা আমরা ডেভিডের মধ্যে দেখি, একই নিরাপত্তাহীনতা শিশু এমিলির অবচেতন মনে প্রোথিত হয়েছিল। বাবাকে সমুদ্রে হারানোর স্মৃতি এমিলির হৃদয়ে থেকে গিয়েছিল। হ্যাম-এর সাথে জীবন জড়ানোর আতঙ্ক এবং অনিশ্চয়তা হয়তো এমিলির মনে এক গভীর গহ্বর সৃষ্টি করেছিল। মৎস্যজীবী হ্যাম-এর সমুদ্র নিমজ্জনের পরিণতির আভাস হয়তো এমিলির অবচেতনে সুপ্ত ত্রাসের অনুভূতি সঞ্চার করেছিল। অথবা সামাজিক সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার আকাঙ্খা? যে চিঠিতে এমিলি লিখেছে সে আর ইয়ারমাউথে (Yarmouth) ফিরবে না যদি না স্টিয়ারফোর্থ ''brings me back as a lady''। এই ''lady'' হবার আকাঙ্খা কি এমিলি শৈশব থেকেই নিজের মনে পোষণ করত? উনবিংশ শতাব্দির ধ্যানধারণা অনুযায়ী এমিলি অন্যায় করেছিল। প্রকৃতপক্ষে এমিলির সিদ্ধান্তকে অপরিণত বয়সের ভুল বলা গেলেও 'অন্যায়' কখনও বলা চলে না।

স্টিয়ারফোর্থ এই উপন্যাসের জটিলতম চরিত্র। মায়ের যথেচ্ছ প্রশ্রয়ে এক বিপথগামী কিশোর/ যুবকের নাম স্টিয়ারফোর্থ। সালেম হাউসে তাকে ভর্তি করার কারণ তার মা এমন একটা স্কুল খুঁজছিলেন যেখানে তাঁর ছেলেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, হেডমাস্টারমশাই ডেভিডের ভাল লেগেছিল এবং ডেভিডকে স্টিয়ারফোর্থের ভাললেগেছিল। ডেভিডের ভাললাগার কারণ স্টিয়ারফোর্থের সুন্দর চেহারা এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু স্টিয়ারফোর্থের ডেভিডকে ভাললেগেছিল কেন? ডেভিডের চেহারায় কি নারীসুলভ কোমলতা ছিল? যদি ডেভিডের কোন বোন থাকত তাহলে... ''If you had had (a sister), I should think she would have been a pretty, timid, litte brighteyed sort of girl. I should have liked to know her.'' এছাড়া ডেভিডকে ডেইজি বলে ডাকার কারণ কি? ''The daisy of the field at sunrise is not fresher than you are''.Daisy সাধারণত কোন পুরুষের নাম কি হয়? তাহলে কি স্টিয়ারফোর্থের অবচেতন মনে কোন homo -sexual প্রবণতা ছিল? স্টিয়ারফোর্থের আত্মঅহংকার, গরীবদের সম্পর্কে অবহেলা এবং অকারণ নিষ্ঠুরতার পিছনেও কিন্তু পুরুষ অভিভাবকের (পিতার) অভাবই মূল কারণ ''I wish to god I had a judicious father these last twenty years...I wish with all my soul I had been better guided! ...I wish with all my soul I could guide myself better!''

স্টিয়ারফোর্থের মনে এই বিশ্বাস প্রোথিত হয়েছিল যে দরিদ্রের বোধ, আবেগ এবং চেতনা খুবই নিম্নমানের; অর্থাৎ তাদের সাথে যেমন খুশি তেমনি ব্যবহার করাই চলে। গরীব শিক্ষক মিঃ মেল (Mr. Mell) এর সাথে স্টিয়ারফোর্থের ব্যবহার তার মনে কোন অনুতাপই আনে না। এমিলিকে প্রলুব্ধ করে বিপথগামী করা যে ডেভিডের সাথে বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর এই বোধ হয়তো তার মনে কাজ করেনি। মিস্ ডারটেল (Miss Dartle) এর সাথে স্টিয়ারফোর্থের সম্পর্কের সমীকরণ কি, সেটাও ধোঁয়াসা মাখা। ইউরিয়া হিপ (Uriah Heep) বা মার্ডস্টোনকে যেমন সরাসরি একমাত্রিক 'কালো' চরিত্র হিসেবে এঁকেছেন ডিকেন্স, স্টিয়ারফোর্থকে সেইভাবে আঁকেননি। ডেভিড, এমিলি এবং স্টিয়ারফোর্থ—এরা তিনজনই পিতৃহীন শৈশব কাটিয়েছে, ফলে এদের তিনজনের চরিত্রেই কোন না কোন ব্যাপারে এক শূন্যতা রয়ে গেছে। এছাড়া পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা এদের বিভিন্নতা চিহ্নিত করেছে— স্টিয়ারফোর্থের ঔদ্ধত্য, ডেভিডের কষ্টসহিষ্ণুতা এবং মিলির মনস্তাত্ত্বিক নিরাপত্তাহীনতা।

ডিকেন্স শিশু এবং কিশোর চরিত্র এঁকেছেন যখন, তখন এমন কিছু কিছু অনুভূতির চিত্রণ আমাদের সামনে তুলে দিয়েছেন যে মনে হয়, শৈশবে ফিরে গিয়ে শৈশবের জীবন্ত আবেগ, বিভ্রান্তি অথবা ভয়কে মেলে ধরেছেন। ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাসে সেই দৃশ্যটির কথা আমরা মনে করতে পারি যখন অন্যায়ভাবে ডেভিডকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে মাংসের চাপগুলি খেয়ে নেওয়ার অভিযোগে। ডেভিডের নিরপরাধ অসহায় মুখ এবং মানসিক যন্ত্রণার সাথে তুলনীয় পিপের বিভ্রান্তিকর মানসিক অবস্থা যখন মিস্ হ্যাভিশ্যামের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর সে কিছুতেই মনে করতে পারছে না সেখানে সে কি কি দেখেছিল! Orwe তাঁর প্রবন্ধে ডিকেন্স এবং টলস্টয়ের মধ্যে তুলনাকালে মন্তব্য করেছেন ''Dickens's characters have no mental life. They say perfectly the thing that they have to say, but they connot be conceived as taliking about anyting else.'' ডিকেন্স জয়েসের (Joyce) ভঙ্গিতে চরিত্রের মানসিক রেখাচিত্রের মাধ্যমে ঘটনার উপস্থাপনা করেন —সেটা ভাবা অবশ্যই ভুল। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডিকেন্স তাঁর চরিত্রদের (এবং অবশ্যই তাঁর শিশু/বালক/কিশোর চরিত্ররাও এর অন্তর্গত) মনস্তাত্ত্বিক আবরণ উন্মোচন করেছেন; কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমন সব ইঙ্গিত আমরা তাঁর চরিত্রদের মধ্যে পাই যা তার মনের গভীর কন্দরের ঝলক আমাদের সামনে তুলে আনে।

ডিকেন্সের উপন্যাস সম্পর্কে George Eliot-এর মন্তব্যটি বিচার করা যেতে পারে ''We have one great novelist who is gifted with the utmost power of rendering the external traits of our population\ and if he could give their psychological character...'' অর্থাৎ ডিকেন্স তাঁর চরিত্রদের কোন মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেননি। ঔপন্যাসিক ডিকেন্স তাঁর বিভিন্ন চরিত্রকে এমনভাবে পরিবেশন করেছেন যে, পাঠকরা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রদের মনস্তত্ব নিয়ে ভাববে এবং প্রশ্ন করবে এবং উত্তর খুঁজবে। যেমন স্টিয়ারফোর্থ বা এমিলি। তাদের মধ্যে ভাল এবং মনের দ্বন্দ্ব এবং সেই দ্বন্দ্বের বাইরেও তাদের ভিন্নতর সত্তার কথা পাঠককে ভাবতে হবে। তারা কি হতে পারে এবং কেন এমনটা হল, তাদের মনের কোন্ আবেগ বা কোন্ প্রবণতা কেমন করে কাজ করেছিল, ঔপন্যাসিক তার বিশ্লেষণ বিস্তারিত ভাবে না দিলেও পাঠকরা ভাববে। লুসা কেন গ্রাডগ্রাউন্ডকে ছেড়ে হার্টহাউসের (Harthouse) সাথে চলে না গিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে এল? কোন্ আশা বা হতাশা, কোন্ প্রবণতা তাকে ঐ যুবকের সাথে সম্পর্ক গড়তে ইন্ধন জুগিয়েছিল? এস্টেলার এলোমেলো নিষ্ঠুরতার পিছনে কারণ কি? এর কোনটির উত্তরই

কি সরলরেখায় দেওয়া সম্ভব? Edmund Wilson-এর একটি উক্তির উল্লেখ করি, ''The bloomsbury that talked about Dostoevsky ignored Dostoevsky's master, Dickens.'' একথা কখনও গ্রহণযোগ্য নয় যে ডিকেন্স সৃষ্ট কোন চরিত্রই আমাদের কোন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায় না। জীবনের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন সম্পর্কের টানা পোড়েনে দাঁড়ানো ডেভিডের জীবন কি আমাদের মনে জীবন, জগত ও সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগায় না? ক্ষয়ে যাওয়া স্মাইক-এর না বলা ভালবাসা কি এতই সরলরৈখিক এক ঘটনা?

F.R. Leavis এর ভাষায় ''The adult mind doesn't as a rule find in Dickens a challenge to an usual and sustained seriousness.'' হয়তো 'unusual' এবং 'sustained seriousness' এর ব্যাখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। তবে বর্তমান নিবন্ধকারের ধারনা উন্নাসিকতা পরিহার করে খোলামনে ডিকেন্সের উপন্যাস আবার পড়বার সময় এসেছে। এই 'উন্নাসিকতা'র উল্লেখ করেছেন সমালোচক George H. Ford ''A kind of senophilia has been a prominent quality of much English criticism... When Mrs. Woolf said that in all Russian novels the main theme is a recommendation of sympathy for our fellow man, a sympathy of the heart and not of the mind, she seemed unconscious that she was likewise stating the theme of David Copperfield''.

এই নিবন্ধে আলোচিত উপন্যাসগুলির রচনাকাল ঃ

1. Oliver Twist (1837-38)
2. Nickolas Nickleby (1838-39)
3. David Copperfield (1849-50)
4. Hard Times. (1854)
5. Little Dorrit (1855-57)
6. Great Expectations (1861)

ব্যবহৃত সহায়ক গ্রন্থ

Clark W. H. : Charles Dickens (Boston, 1961)
House Humphry : The Dickens World (London, 1941)
Hudson and thames : A Reader's Guide to Charles Dickens. (London, 1977)
Luca John : Charles Dikens : The Major Novels (Penguin, 1992)
Price Martin (w.) : Dickens, a collection of Critical Essays (Indian Reprint, Prentice Hall of India, 1980)
Orwell George : Charles Dickens in Inside the Whole (London, 1941)
Shaw G.B. : Introduction to Hard Times (London, 1920)
Introduction to Great Expections (Edinburgh, 1937)